চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৩ আগস্ট'২০২১খ্রি.

চবি বিশেষজ্ঞ টিমের গবেষণা প্রতিবেদন গ্রহণকালে মেয়র
মশক নিধনে বুধবার থেকে
বিশেষ ক্র্যাশ প্রোগ্রাম শুরু

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী মশক নিধনে ব্যবহৃত ওষুধের কার্যকারিতা নিরুপন ও প্রয়োগ পদ্ধতির ভিন্নতা নির্ধারণে চট্টগ্রাম বিশ^বিদ্যালয়ের কীটতত্ত¡ বিভাগের গবেষণা প্রতিবেদনলব্ধ একটি নতুন ইতিবাচক মাত্রা যুক্ত করেছে বলে মন্তব্য করে বলেন, এর ভিত্তিতে আগামীকাল ৪ আগস্ট থেকে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে মাসব্যাপী বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালিত হবে। প্রতিদিন ৪টি করে মোট ৪১টি ওয়ার্ডে ১০ দিন মশার ওষুধ ছিটানোর পর আবার পুন:কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অর্থাৎ প্রতিটি ওয়ার্ডে একমাসে তিনবার ওষুধ ছিটানো হবে। এর বাইরে নিয়মিত কার্যক্রমও চলবে। এভাবে মাসব্যাপী কার্যক্রমে ১০০জন জনবল সম্পৃক্ত থাকবে। একই সাথে ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক প্রচার কার্যক্রম চলবে। তিনি জানান, মশার ওষুধ ছিটানোর জন্য অত্যাধুনিক মেশিন সংগ্রহ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১হাজার ৫শত ¯ে^চ্ছাসেবক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ২৫জন স্প্রেম্যান ওষুধ ছিটাবেন।

মেয়র চট্টগ্রাম বিশ^বিদ্যালয়ের কীটতত্ত¡ বিভাগ এর গবেষণালব্ধ প্রতিবেদনকে অত্যন্ত ফলপ্রসু প্রস্তাবনা হিসেবে অভিহিত করে বলেন, গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন তৈরীর জন্য চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার কে অনুরোধ জানালে তিনি তাতে সাড়া দিয়ে গুরুত্বের সাথে গবেষণা কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁর তত্ত¡াবধানে কীটতত্ত¡ বিভাগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণ যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তা সত্যিই নগরবাসীর জন্য বড় প্রাপ্তি। এ জন্য চবি উপাচার্যসহ গবেষণা প্রতিবেদন তৈরীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে মেয়র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, মশক নিধনে এ ধরণের বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনই এই প্রথম বারের মত পেয়ে সারাদেশে মশক নিধনে দিক নির্দেশনামূলক উপায় অš^েষণের পথ দেখিয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরিণ আখতার মশক নিধনে চসিকের কার্যক্রমেকে অর্থবহ ও ফলপ্রসু করতে গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন তৈরীর জন্য চবিকে দায়িত্ব দেয়ায় সন্তোষ ও পরিতৃপ্তি জানিয়ে বলেন, এই দায়িত্বটি আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জের এবং গর্বেরও। আমরা চেষ্টা করেছি, একটি কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রস্তাবনা ও সুপারিশ সমৃদ্ধ গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে। এতে মেধা, যোগ্যতা ও সামর্থকে উজার করে দিয়েছি। এতে যদি মশক নিধন সফল হয় আমাদের শ্রম সার্থক হবে। তিনি জানান, প্রতিবেদন তৈরীতে বিশেষজ্ঞ টিম ৯৯টি এলাকা পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে ৫৭ টি স্পট থেকে লার্ভা সংগ্রহ করা হয়। এ সংগৃহীত লার্ভার মধ্যে ১৫টি স্পটে লার্ভার শতভাগই ছিলো এডিস, এনাপলিস ছিলো ৩৯টিতে। প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয় যে, ফগার মেশিনের চেয়ে স্প্রে-মেশিনে ওষুধ ছিটানো হলে তার কার্যকারিতা ফলপ্রসূ হবে। তবে ফগার মেশিনে ছিটানো ওষুধের ভিন্নতা আনলে এর কার্যকারিতা পূর্ণতা পাবে। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে প্রাকৃতিক ভাবে মশা প্রজনন প্রতিরোধ সম্ভব। এ ধরণের মাছ লার্ভা খেয়ে বিনাশ করে। এ ছাড়া উদ্ভিদেও পুদিনা পাতা, লেবু পাতা, তুলসী পাতা, নিমপাতার, তেজপাতার ঘ্রাণ মশা প্রজনন প্রতিরোধ করে। চবি ভিসি এ প্রসঙ্গে সুপারিশ করেন যে, সিটি কর্পোরেশনের যে সকল আইল্যান্ড আছে সেখানে এ ধরণের উদ্ভিদের চারা রোপন করা হলে মশা নিধন অনেকটা সহজ সাধ্য হবে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ শহিদুল আলমের সভাপতিত্বে প্রতিবেদন উপস্থাপন সভায় বক্তব্য রাখেন-বিশেষ অতিথি চবি উপ-উপাচার্য প্রফেসর বেনু কুমার দে, প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, বর্জ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. মোবারক আলী, শৈবাল দাশ সুমন, চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, চবি গবেষণা টিমের আহবায়ক সহযোগী অধ্যাপক রবিউল হাসান, ড. মো. ওমর ফারুক, ড. তাপসী বোস, ড. এইচ.এম আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম প্রমুখ। চবি গবেষণা টিমের আহবায়ক অধ্যঅপক রবিউল হাসান প্রতিবেদনটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন করেন।

নাগরিক সমাজ চট্টগ্রামের স্মারকলিপি গ্রহণকালে মেয়র
সরকার ও শেখ হাসনির ভাবমূর্তি
ক্ষুন্ন করতেই সিআরবি-তে হাসপাতাল

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সিআরবি একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্মারক। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বৈভব হানি করে হাসপাতাল তো নয়, ইট-পাথরের কোন স্থাপনা গড়ে তুলতে দেয়া হবে না। চট্টগ্রাম নগরীর যেখানেই মুক্তিযুদ্ধ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মৃতিময় স্থান রয়েছে সেগুলো যথাযথ সংরক্ষণ করে সেখানে ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাৎপর্য মণ্ডিত সৌধ স্মারক স্থাপনা গড়ে তোলা হবে। তিনি আজ মঙ্গলবার দুপুরে টাইগারপাসস্থ চসিকের অস্থায়ী ভবনের সম্মেলন কক্ষে নাগরিক সমাজ চট্টগ্রামের পক্ষে দেয়া রাষ্ট্র ঘোষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সিআরবিতে বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপনা নির্মাণ প্রকল্প বাস্তাবয়ন না করা সংক্রান্ত স্মারকলিপি গ্রহণকালে একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রামের নানা জায়গায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনেক হীরক খন্ড ছড়িয়ে আছে। এখনে সিপাহী বিদ্রোহ, বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র লড়াইয়ে মাস্টার দা সূর্য সেনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধসহ অনেক কালজয়ী ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। এই গৌরাব দীপ্ত ঐতিহ্যের স্থানগুলো সনাক্ত করে রক্ষান-বেক্ষণ করা হবে নতুন প্রজন্মের ইতিহাস অš^েষণ ও জ্ঞান চক্ষু উম্মীলনের ¯^ার্থেই। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম দরদী। তিনি ঐতিহ্য সচেতন ও প্রকৃতি প্রেমী। এ জন্য তিনি সারা বিশে^ প্রশংসিত ও বরেণ্য হিসেবে ¯^ীকৃত। আমরা কিছুতেই তাঁর এই অনন্য ¯^ীকৃতিকে ম্লান হতে দেবো না। আমরা জানি একটি অশুভ চক্র আজ নানভাবে সরকার ও প্রধানমন্ত্রী 'র ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে তৎপর। সিআবিতে হাসপাতাল নির্মাণ সেই অশুভ অপতৎপরতারই অংশ। তিনি আরো বলেন, আমরা হাসপাতাল চাই। তবে সিআবিতে কো ভাবেই নয়। হাসপাতালেল জন্য সিআরবি ছাড়া আরো অনেক বড় পরিসরের স্থান রয়েছে। চসিকেরও আছে। চাইলে আমরা হাসপাতালেল জায়গা দেবো। কিন্তু তার আগেই আমরা নিশ্চয়তা চাই সিআবি-তে কোন হাসপাতাল নয়। তবে এটাও ঠিক হাসপাতাল হতে হবে সাধারণ মানুষের সেবার জন্য, বিত্তবানদের জন্য নয়। নাগরিক সমাজ চট্টগ্রামের সদস্য সচিব এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুলের নেতৃত্বে স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন-চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার, ডা. এ.কিউ.এম সিরাজুল ইসলাম, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা পরিষদের মহাসচিব মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইউনুছ, সিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিফ সিরাজ, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম মহাসচিব মহসিন কাজী, নাগরিক সমাজের যুগ্ম সদস্য সচিব রাশেদ হাসান, মিটুল দাশ গুপ্ত, ¯^পন মজুমদার, নুরুল আজিম রনি, হামিদ উল্লাহ, সুজন ঘোষ, প্রিতম দাশ, মোরশেদ তালুকদার প্রমুখ।

চসিকের ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান
নির্মাণাধীন ভবনে জমাট পানিতে
লার্ভা পাওয়ায় জরিমান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌসের নেতৃত্বে নগরীর শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, স্টেশন রোড, নিউ মার্কেট, জুবিলী রোড, নন্দনকানন ও মোমিন রোড এলাকায় করোনা ভাইরাস জনিত রোগের বিস্তার রোধে সরকারি স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ০৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১ হাজার ৪ শত টাকা এবং একই অপরাধে নগরের মোগলটুলী রোড, ডিটি রোড, কদমতলী, পূর্ব মাদারবাড়ী ও সদরঘাট এলাকায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌস পরিচালিত অভিযানে ০৭ ব্যক্তির বিরুদ্ধে রুজু পূর্বক ১ হাজার ২ শত টাকা জরিমানা করা হয়। এই সময় পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরন করা এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
নগরবাসীকে ডেঙ্গু থেকে সুরক্ষা দিতে পরিচালিত অভিযানে নন্দনকাননস্থ একটি নির্মাণাধীন ভবনের নীচে জমানো পানি পাওয়ায় ভবন মালিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ডেঙ্গু থেকে নগরবাসীকে সুরক্ষা দিতে এই অভিযান চলমান থাকবে। এছাড়াও ভারী বর্ষনজনিত কারণে টাইগারপাস পাহাড়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অভিযানকালে ম্যাজিস্টেট পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন এবং নগরবাসীকে ¯^াস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা প্রদান করে। অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশি¬ষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্য বৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩